দৈনিক ইনকিলাব • 047

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

নিকলী

॥ প্রিন্স রফিক খান ॥

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থেকে মাত্র ২৭ কিলোমিটার দূরত্বে ঘোড়উত্রা নদীর তীরে অবস্থিত নিকলী উপজেলা। উপজেলার আয়তন ৭১ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৯৬ হাজার ৫শ' ২ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৪৮ হাজার ৪শ' ৩৫ জন ও মহিলা ৪৮ হাজার ৬৭ জন। ফসলাধীন মোট জমির পরিমাণ ৩৩ হাজার ৩শ' ৫২ একর। ইউনিয়ন ৬টি, গ্রাম ১শ' ৩৬টি ও মৌজা ৪৬টি। মোট জলমহালের সংখ্যা ৩০টি। নলকূপের সংখ্যা ৭শ' ১০টি। রাজস্ব তহসীল অফিস ৬টি ও হাট-বাজার সংখ্যা ৯টি।

কৃষি

এ উপজেলার শতকরা ৯৯ জন কৃষক। এলাকার মানুষ একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল। চাষী পরিবারের সংখ্যা ১৭ হাজার ৪শ' জন। বোরো সেচের জমির পরিমাণ ২৮ হাজার ৫শ' একর। গভীর নলকূপ ৩টি অগভীর নলকূপ ২শ' ১২টি ও শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা ৩শ' ৫টি। একদিকে পাওয়ার পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব। অপরদিকে তেলের মূল্য বাড়াতে কৃষকরা টাকার অভাবে সেচ কার্য চালাতে পারছে না।

যোগাযোগ

নিকলী উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব অনুন্নত। মাত্র এক মাইল পাকা রাস্তা। সিএণ্ডবি অন্তর্ভুক্ত করগাঁও ইউনিয়ন ভায়া গচিহাটা রেল স্টেশনের সাথে যোগাযোগের একমাত্র সংযোগ এ রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে রয়েছে।

একমাত্র নদী পথে বাণিজ্যকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও ভৈরব বাজার ছাড়াও আজমিরীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে কোটি কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী ব্যবসায়ীরা আনা নেয়া করে। নিকলী এখনো পল্লী বিদ্যুতের আলো থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

শিক্ষা

নিকলী উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত ও অবহেলিত। বেসরকারী পর্যায়ে মহাবিদ্যালয় ১টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৭টি, দাখেল মাদ্রাসা ২টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭টি ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৭টি রয়েছে।

এ ছাড়াও প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে স্থানীয় লোকদের অবহেলা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে, শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর না না অভাব রয়েছে।

শিল্প

নিকলী দামপাড়া এখনো প্রাচ্যের দেশসহ সারা বাংলাদেশে পাটের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে দেশের দশের কাছে সুপরিচিত।

এখানে সর্ববৃহৎ ভারতীয় জুট মিলস 'বিড়লা' কোম্পানীর পুরাতন পাকা প্রেস রয়েছে। এ ছাড়াও চিটাগাং কোম্পানী, ডেভীড কোম্পানী ও রেলী ব্রাদার্সের ধ্বংসাবশেষ স্মৃতি হয়ে আছে।

স্বাস্থ্য

নিকলী উপজেলায় সদর হাসপাতাল ১টি। পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১টি। দরজা জানালা ভাঙ্গা থাকায় গরমের দিন ছাড়াও বৃষ্টির দিতে ছাতা মাথায় দিয়ে হাসপাতালে থাকতে হয়। পরিবার পরিকল্পনা অফিসারের অফিস কক্ষটি যে কোন মুহূর্তে জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের মত ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ঐতিহাসিক নিদর্শন

এই উপজেলায় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত 'মুঘল স্মৃতি' ঐতিহাসিক নির্দশনগুলো আজো অক্ষত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে গুরুই মসজিদ, কুর্শা মসজিদ, নানশ্রী মসজিদ ও সাপুর মসজিদ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও সেতরা আখড়া; সাইটধার আখড়া ও মঠ, মন্দির, সাইটধার আধুরী নাথের সাধন পীঠ; মহরকোনা আখড়া, মজলিশপুর মাহমুদ চাঁন ফকিরের মাজারসহ পূর্বগ্রাম দরগাহ বাড়ী পীরে কামেল বুজুর্গ হাজী সাহেবের মাজার রয়েছে।

বিনোদন

এ উপজেলায় আধুনিক অডিটরিয়াম ১টি, শিল্প কলা একাডেমী ১টি, উপজেলা কর্মকর্তা ক্লাব ১টি, উপজেলা কর্মচারী ক্লাব ১টি ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ১টি। জনকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সংসদ ১টি, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ১টি ও ক্রীড়া চক্র ১টি আছে।